জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

# গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ

১৪ জুলাই ২০১২
৬ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস-এ সংশোধিত

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়
২৩, বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা মাত্র

Website: www.jlbd.org, e-mail: info@jlbd.org, Facebook: www.facebook.com/ejuboleague, www.twitter.com/awamijuboleague

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

# গঠনতন্ত্র

৬ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস -এ অনুমোদিত

১৪ জুলাই ২০১২

## বাংলাদশে আওয়ামী যুবলীগ

# গঠনতন্ত্র
## বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ
### ৬ষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস এ অনুমোদিত
১৪ জুলাই ২০১২

**১। নাম :**

এই সংগঠন একটি রাজনৈতিক যুব সংগঠন, ইহার নাম হবে 'বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ'। ইংরেজি ভাষায় 'Bangladesh Awami Jubo League'।

**২। উদ্দেশ্য :**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র গণতন্ত্র, শোষণমুক্ত সমাজ অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা অর্থাৎ সকল ধর্মের মানুষের স্ব স্ব ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের অধিকার তথা জাতীয় চার মূলনীতিকে সামনে রেখে বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা সম্প্রসারণ, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং যুবসমাজের ন্যায্য অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ইং নভেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নির্দেশে এদেশের যুব আন্দোলনের পথিকৃত শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের মধ্য থেকে স্বাধীনতা ও প্রগতিকামী যুবক ও যুব মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে একটি সুশৃংখল সংগঠন গড়ে তোলাই যুবলীগের উদ্দেশ্য।

**সহযোগী সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করা।**

**৩। পতাকা :**

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের পতাকার ওপরের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) সাদা এবং নিচের ৫০% (শতকরা পঞ্চাশ ভাগ) ঘন সবুজ বর্ণের সমান্তরাল আস্তরণের মাঝখানে লাল বর্ণের সূর্য খচিত। পতাকার পরিমাপ হবে ৩:২।



**৪। ভাষা :**

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কার্যক্রম বাংলা ভাষায় পরিচালিত হবে। প্রয়োজনে ইংরেজিসহ যে কোনো ভাষা ব্যবহার করা যাবে।

**৫। সংগঠনিক কাঠামো :**

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক স্তর হবে নিম্নরূপ:

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ ওয়ার্ড শাখা (প্রাথমিক স্তর)

খ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ ইউনিয়ন শাখা

গ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ উপজেলা / থানা শাখা

ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ জেলা শাখা

ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি

চ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি

ছ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও ত্রি-বার্ষিক জাতীয় কংগ্রেস

**৬। সদস্য পদ :**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এই গঠনতন্ত্রের ২নং ধারায় উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও বিধানাবলিতে আস্থাবান হয়ে বাংলাদেশের যে কোনো যুবক ও যুব মহিলা বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সদস্য হতে পারবেন। প্রাথমিক সদস্যপদ লাভের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করে ১০০/- (একশত) টাকা ভর্তি ফি প্রদানপূর্বক আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট শাখা যাচাই পূর্বক নিশ্চিত হবেন যে, আবেদনকারী (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পরিপন্থি কোনো সংগঠনের সদস্য নন। (খ) কোনো প্রকার ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণি বৈষম্যে বিশ্বাসী নন। (গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা বিরোধী, চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস, মাস্তানী তথা গণবিরোধী কোনো কর্মকান্ডে অতীতে জড়িত ছিলেন না এবং বর্তমানেও নেই।

অতঃপর আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখা সদস্যপদ প্রদান করবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক সদস্য (ক) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক চাঁদা অবশ্যই পরিশোধ করবেন। (খ) দলীয় গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র এবং কর্মসূচি মেনে চলবেন এবং তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন। (গ) সংগঠনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যে কোনো দায়িত্বভার গ্রহণ এবং আদেশ, নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন।

**বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের উর্ধ্বতন শাখার অনুমতিক্রমে অধঃস্তন শাখা নতুন সদস্য সংগ্রহ অথবা সদস্যপদ নবায়ন করতে পারবে।**

## ৭। ওয়ার্ড শাখা (প্রাথমিক স্তর) :

বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ের (সৈয়দপুর, চৌমুহনী ও পটিয়া পৌরসভা ব্যতীত) পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহে গঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের শাখা সংগঠনসমূহ প্রাথমিক স্তরের পর্যায়ভুক্ত। কোনো ওয়ার্ডে কমপক্ষে ৫১ (একান্ন) জন যুবক/যুব মহিলা বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সদস্য পদ গ্রহণ করলে সেখানে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা যাবে। ওয়ার্ড শাখা ইউনিয়ন শাখার সরাসরি তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহ করবে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের নীতি, আদর্শ ও কর্মসূচি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নিকট পৌঁছে দিবে। স্ব স্ব এলাকায় যুব সমাজকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করে আওয়ামী যুবলীগের পতাকা তলে সমবেত করবে।

### ওয়ার্ড কমিটির কাঠামো হবে নিম্নরূপ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) সভাপতি | : | ১ | জন |
| ২) সহ-সভাপতি | : | ৫ | জন |
| ৩) সাধারণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪) যুগ্ম সম্পাদক | : | ২ | জন |
| ৫) সাংগঠনিক সম্পাদক | : | ৩ | জন |
| ৬) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৭) দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৮) অর্থ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৯) ত্রাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১০) সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১১) সাংস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১২) ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৩) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৪) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৬) উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৭) উপ-দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৮) সদস্য | : | ১৭ | জন |
| **সর্বমোট** | (একচল্লিশ) | ৪১ | জন |



### ক) ওয়ার্ড কমিটির গঠন প্রণালী :

ওয়ার্ড শাখার সম্মেলনের অন্তত ঃ ১৫ (পনের) দিন পূর্বে কমপক্ষে ৫১ (একান্ন) জন নিয়মিত সদস্যের একটি তালিকা ইউনিয়ন শাখা সংগ্রহপূর্বক থানা শাখার নিকট পেশ করবে। ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নির্ধারিত এবং পোস্টার, লিফলেট অথবা অন্যান্য পদ্ধতিতে বহুলভাবে প্রচারিত তারিখে, তালিকাভুক্ত সদস্যগণসহ সংশ্লিষ্ট শাখার নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে থানা শাখার প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করবেন। তারা একইসাথে ১০ (দশ) জন কাউন্সিলর নির্বাচন করবেন। ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সম্ভব না হলে তালিকাভুক্ত সদস্যগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ওয়ার্ড শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করবেন। নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে খসড়া পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনপূর্বক উর্ধ্বতন শাখায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। উর্ধ্বতন শাখা গঠনতন্ত্রের ২১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত কমিটি অনুমোদন করবেন।

## ৮। ইউনিয়ন শাখা :

বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হবে। উপজেলা পর্যায়ের সৈয়দপুর, চৌমুহনী ও পটিয়া পৌরসভা ব্যতীত বাকি পৌরসভা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাকি সকল সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড কমিটি ইউনিয়ন শাখার মর্যাদা ভোগ করবে। ইউনিয়ন শাখা থানা শাখার তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহ করবে, ওয়ার্ড শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করবে এবং কার্যাবলি তদারক করবে।

### ইউনিয়ন শাখার সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) সভাপতি | : | ১ | জন |
| ২) সহ-সভাপতি | : | ৭ | জন |
| ৩) সাধারণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪) যুগ্ম সম্পাদক | : | ৩ | জন |
| ৫) সাংগঠনিক সম্পাদক | : | ৩ | জন |
| ৬) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৭) দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৮) অর্থ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৯) ত্রাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১০) সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১১) সাংস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২) ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৩) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৪) কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৫) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৬) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৭) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৮) উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৯) উপ-দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২০) সহ সম্পাদক | : | ৯ | জন |
| ২১) সদস্য | : | ২৩ | জন |
| **সর্বমোট** | **(একষট্টি)** | **৬১** | **জন** |

### ৯। উপজেলা/ থানা শাখা :

বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক থানা ও সকল জেলা সদরের পৌর কমিটি, সৈয়দপুর, চৌমুহনী, পটিয়া উপজেলা সদরের পৌর কমিটি এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের আওতাধীন ওয়ার্ড শাখা কমিটি সমূহ জেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত সকল সিটি করপোরেশন অর্থাৎ রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত প্রশাসনিক থানা কমিটি সমূহ থানা শাখার মর্যাদা ভোগ করবে। থানা শাখা জেলা শাখার তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহ করবে ও ইউনিয়ন শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং কার্যাবলি তদারক করবে।

**থানা শাখার সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) সভাপতি | : | ১ | জন |
| ২) সহ-সভাপতি | : | ৭ | জন |
| ৩) সাধারণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪) যুগ্ম সম্পাদক | : | ৩ | জন |
| ৫) সাংগঠনিক সম্পাদক | : | ৫ | জন |
| ৬) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৭) দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ৮) অর্থ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৯) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১০) ত্রাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১১) সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১১) সাংস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৩) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৪) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৫) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৬) ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৭) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৮) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৯) উপ-প্রচার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২০) উপ- দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২১) উপ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২২) সহ-সম্পাদক | : | ৯ | জন |
| ২৩) সদস্য | : | ২৯ | জন |
| **সর্বমোট** | **(একাত্তর)** | **৭১** | **জন** |

### ১০। জেলা শাখা :

বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক জেলা এবং ইতোপূর্বে জেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ। কুমিল্লা জেলা উত্তর ও দক্ষিণ এবং বিভাগীয় শহরের মহানগর শাখাসমূহ জেলা শাখার মর্যাদা ভোগ করবে। জেলা শাখা কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সরাসরি তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহ করবে, কেন্দ্রের সকল নির্দেশ এবং কর্মসূচি স্ব-শাখা এবং অধঃস্তন শাখার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। থানা শাখা সমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং কার্যাবলি তদারক করবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর ব্যতীত অন্যান্য মহানগর শাখা কমিটিতে জেলা শাখার অতিরিক্ত ১০ (দশ) জন সদস্যসহ সর্বমোট সদস্য সংখ্যা হবে ১১১ (একশত এগার) জন।

**জেলা শাখার সাংগঠনিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) সভাপতি | : | ১ | জন |
| ২) সহ-সভাপতি | : | ১১ | জন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩) সাধারণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪) যুগ্ম সম্পাদক | : | ৩ | জন |
| ৫) সাংগঠনিক সম্পাদক | : | ৫ | জন |
| ৬) প্রচার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৭) দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৮) গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৯) অর্থ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১০) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১১) আইন বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১২) ত্রাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৩) সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৪) বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৫) সাংস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৬) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৭) জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৮) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৯) ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২০) পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২১) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২২) কৃষি ও সমবায় সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৩) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৪) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৫) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৬) উপ-প্রচার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৭) উপ-দপ্তর সম্পাদক | : | ২ | জন |
| ২৮) সহ-সম্পাদক | : | ২০ | জন |
| ২৯) সদস্য | : | ৩৭ | জন |
| **সর্বমোট** | (একশত এক) | ১০১ | জন |



## ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখা :

ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতাধীন মিরপুর, শাহ্আলী, দারুস সালাম, পল্লবী, রূপনগর, কাফরুল, ভাষানটেক, ক্যান্টনমেন্ট, শের-ই-বাংলা নগর, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, কলাবাগান, নিউমার্কেট, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, বনানী, গুলশান, বাড্ডা, উত্তরা-পূর্ব, উত্তরা-পশ্চিম, বিমানবন্দর, খিলক্ষেত, তুরাগ, উত্তরখান ও দক্ষিণখান থানাধীন ওয়ার্ডসমূহ এবং সিটি করপোরেশনের আওতার বাইরে বাড্ডা, সাতারকুল, বেরাইদ, ভাটারা, ডুমনী, হরিরামপুর, উত্তরখান পূর্ব, উত্তরখান পশ্চিম, দক্ষিণখান উত্তর, দক্ষিণখান দক্ষিণ ইউনিয়নসমূহ ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সমন্বয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর শাখা গঠিত হবে।

ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতাধীন রমনা, শাহবাগ, মতিঝিল, পল্টন, শাহজাহানপুর, খিলগাঁও, লালবাগ, চকবাজার, হাজারীবাগ, বংশাল, কোতোয়ালি, গেন্ডারিয়া, ওয়ারী, সূত্রাপুর, যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর, কদমতলী, সবুজবাগ, মুগদা, কামরাঙ্গীর চর, রামপুরা থানাধীন ওয়ার্ডসমূহ এবং সিটি করপোরেশনের আওতার বাইরে ডেমরা থানাসহ ডেমরা, সারুলিয়া, মাতুয়াইল, দনিয়া উত্তর, দনিয়া দক্ষিণ, শ্যামপুর, মান্ডা, দক্ষিণগাঁও ও নাছিরাবাদ ইউনিয়নসমূহের সমন্বয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখা গঠিত হবে। উভয় শাখা জেলা শাখার মর্যাদা ভোগ করবে।

দেশের রাজধানী শহর বিধায় ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা এবং বাণিজ্যিক রাজধানী শহর বিধায় চট্টগ্রাম মহানগর শাখার কমিটি জেলা কাঠামোর অতিরিক্ত ২০ (বিশ) জন সদস্যসহ সর্বমোট ১৩১ (একশত একত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা এবং চট্টগ্রাম মহানগর শাখা কমিটি গঠিত হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের ওয়ার্ডসমূহ সাংগঠনিক থানা শাখার মর্যাদা ভোগ করবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের আওতায় সর্বনিম্ন ৩ (তিন) টি এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) টি ইউনিট কমিটি মহানগর কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাব ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ৭ (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদ্ধতিতে গঠন করা যাবে। ইউনিট কমিটি ইউনিয়ন শাখার মর্যাদা ভোগ করবে। ইউনিট কমিটির কর্মকর্তা ওয়ার্ড শাখার অনুরূপ, যার সর্বমোট সদস্য সংখ্যা হবে ৪১ (একচল্লিশ) জন।

### ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠিক কাঠামো হবে নিম্নরূপ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) সভাপতি | : | ১ | জন |
| ২) সহ-সভাপতি | : | ১৩ | জন |
| ৩) সাধারণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪) যুগ্ম সম্পাদক | : | ৫ | জন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫) সাংগঠনিক সম্পাদক | : | ৭ | জন |
| ৬) প্রচার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৭) দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৮) গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৯) অর্থ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১০) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১১) আইন বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১২) ত্রাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৩) সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৫) তথ্য ও যোগাযোগ (আইটি) বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৬) সাংস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৭) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৮) জনশক্তি ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৯) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২০) ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২১) পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২২) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৩) কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৪) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৫) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৬) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৭) উপ-প্রচার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৮) উপ-দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৯) উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩০) উপ-অর্থ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩১) উপ-শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩২) উপ-আইন বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৩) উপ-ত্রাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |



| | | | |
|---|---|---|---|
| ৩৪) উপ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৫) উপ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৬) উপ-তথ্য ও যোগাযোগ (আইটি) বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৭) উপ-সাস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৮) উপ-স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৯) উপ-জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪০) উপ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪১) উপ-ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪২) উপ-পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৩) উপ-শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৪) উপ-কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৫) উপ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৬) উপ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৭) উপ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৮) সহ-সম্পাদক | : | ২১ | জন |
| ৪৯) সদস্য | : | ৪১ | জন |
| **সর্বমোট** | **(একশত একত্রিশ)** | **১৩১** | **জন** |

**খ) শাখা সংগঠনসমূহের সভাপতি :**

তিনি স্ব স্ব শাখার প্রধান বলে বিবেচিত হবেন। শাখার সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভায় কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজন বোধ করলে সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করতে পারেন। সভায় আলোচ্য কোনো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে শাখার সভাপতি হিসেবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারবেন। যে কোনো সভা আহবানের জন্য তার পরামর্শ সাধারণ সম্পাদক দুইবার উপেক্ষা করলে তিনি নিজে ঐ সভা আহবান করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে যে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্যকে সংগঠনের স্বার্থে যে কোনো দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন। অধঃস্তন শাখাসহ স্ব শাখার যে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্যকে তার দায়িত্বের জন্য কৈফিয়ত চাইতে পারবেন। দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি এবং উর্ধ্বতন সকল স্তরে জবাবদিহি করবেন। সাময়িকভাবে দেশের বাইরে গেলে অথবা অন্য কোনো কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সহ-সভাপতিগণের মধ্যে যেকোনো একজনকে সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করবেন।

### গ) শাখা সংগঠন সমূহের সহ-সভাপতি :

সভাপতিকে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন। সভাপতি এবং শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি অথবা উর্ধ্বতন শাখা কর্তৃক অর্পিত যেকোনো দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন। সভাপতির সাময়িক অনুপস্িতিতে সভাপতি কর্ত"ক অর্পিত ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। স্থায়ীভাবে সভাপতির পদ শুন্য হলে সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাব এবং উর্ধ্বতন শাখার অনুমোদন স্বাপেক্ষে কার্যকরী সভাপতি হিসেবে বাকি মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

### ঘ) শাখা সংগঠন সমূহের সাধারণ সম্পাদক :

তিনি স্ব স্ব শাখায় মুখ্য কর্মসচিব হিসেবে গণ্য হবেন। সভাপতির পরামর্শ মোতাবেক সকল সভা আহবান করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত তিনি সম্পাদকমন্ডীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন। এতদসংক্রান্ত সম্পাদকমন্ডলীর সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন। বিভাগীয় সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সদস্যগণকে তাহাদের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য উপদেশ ও নির্দেশ প্রদান এবং কৈফিয়ত চাইতে পারবেন। স্বীয় দায়িত্ব পালনে সভাপতির পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং সভাপতি, কার্যনির্বাহী কমিটি এবং উর্ধ্বতন সকল স্তরের নিকট তাহার দায়িত্বের জন্য জবাবদিহি করবেন। সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে যুগ্ম-সম্পাদকগণের মধ্য হতে যেকোনো একজনকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করবেন।

### ঙ) শাখা সংগঠনসমূহের অন্যান্য কর্মকর্তা :

শাখা সংগঠনসূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ গঠনতন্ত্রের ১২ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডিয়াম ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্ব স্ব সাংগঠনিক এলাকায় অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করবেন।

## ১১। বৈদেশিক শাখা :

বাংলাদেশের বাইরে যেকোনো দেশে বসবাসরত বাংলাদেশের ১৫১ (একশত একান্ন) জন যুব নাগরিক বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সদস্যপদ গ্রহণ করলে সে দেশে থানা কমিটির অনুরূপ ৭১ (একাত্তর) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা যাবে। এই কমিটি জেলা শাখার মর্যাদা ভোগ করবে। সংশ্লিষ্ট দেশে বসবাসরত আওয়ামী যুবলীগের সদস্য সংখ্যা, পরিবেশ, প্রবাসীদের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ বিবেচনায় কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদন স্বাপেক্ষে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবেন।



## ১২। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ত্রিবার্ষিক জাতীয় কংগ্রেস বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহের জন্য ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন সাধারণ সম্পাদক, ২৭ (সাতাশ) জন প্রেসিডিয়াম সদস্য, ৫ (পাঁচ) জন যুগ্ম সম্পাদক, ৯ (নয়) জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ২১ (একুশ) জন বিভাগীয় সম্পাদক, ২১ (একুশ) জন উপ-সম্পাদক, ২৫ (পঁচিশ) জন সহ-সম্পাদক এবং ৪১ (একচল্লিশ) জন সদস্য নির্বাচিত করবে। এই কর্মকর্তাগণ সম্মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

### কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কাঠামো হবে নিম্নরূপ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১) চেয়ারম্যান | : | ১ | জন |
| ২। সাধারণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩। প্রেসিডিয়াম সদস্য | : | ২৭ | জন |
| ৪। যুগ্ম সম্পাদক | : | ৫ | জন |
| ৫। সাংগঠনিক সম্পাদক | : | ৯ | জন |
| ৬। প্রচার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৭। দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৮। গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৯। অর্থ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১০। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১১। আইন বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১২। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৩। ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৪। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৫। তথ্য ও যোগাযোগ (আইটি) বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৬। সাংস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৭। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৮। তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ১৯। জনশক্তি ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২০। ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২১। পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২২। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৩। কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৪। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৫। ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৬। মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৭। উপ-প্রচার সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৮। উপ-দপ্তর সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ২৯। উপ-গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩০। উপ- অর্থ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩১। উপ-শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩২। উপ-আইন বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৩। উপ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৪। উপ-ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৫। উপ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৬। উপ- তথ্য ও যোগাযোগ (আইটি) বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৭। উপ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৮। উপ-স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৩৯। উপ-জনশক্তি ও কর্মসংস্থান সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪০। উপ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪১। উপ-ক্রীড়া সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪২। উপ-পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৩। উপ-শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৪। উপ-কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৫। উপ-মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৬। উপ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৭। উপ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক | : | ১ | জন |
| ৪৮। সহ- সম্পাদক | : | ২৫ | জন |
| ৪৯। সদস্য | : | ৪১ | জন |
| সর্বমোট | (একশত একান্ন) | ১৫১ | জন |



## কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সংগঠনের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদ। বাংলাদশে আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। এই পরিষদ সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ২নং ধারায় বর্ণিত লক্ষ্য এবং কাউন্সিলে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তাবায়ন করবে। শাখা কমিটি সমূহকে মঞ্জুরী প্রদান, বাতিল করে আহবায়ক কমিটি গঠন এবং আহবায়ক কমিটি সূচারুরূপে কার্য সম্পাদন না করলে তা বাতিল এবং ৯০ দিনের মধ্যে উক্ত শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন করতে পারবে। সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারক, অনুমোদন এবং বাজেট প্রণয়ন করবে। বাংলাদেশে আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, ত্রি-বার্ষিক জাতীয় কংগ্রেস সুসম্পন্ন করবে এবং এর তারিখ নির্ধারণ ও কর্মসূচী প্রণয়ন করবে, কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করবে। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে কোনো কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি প্রতি ২ (দুই) মাসে অন্তত ঃ একবার সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা, মূল্যায়ণ এবং ভবিষ্যত কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। অধঃস্তন যে কোনো শাখার কর্মকান্ডে আর্থিক বা গঠন প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে ঐ শাখার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে অনুমোদন স্বাপেক্ষ যে কোনো এলাকাকে সাংগঠনিক থানা বা জেলার মর্যাদা প্রদান করতে পারবে। কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদ শূন্য হলে, কার্যনির্বাহী কমিটির সভার অনুমোদন স্বাপেক্ষে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক তা পূরণ করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ প্রতিমাসে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে মাসিক চাঁদা অবশ্যই সংগঠনের তহবিল জমা প্রদান করবেন।

### ক) চেয়ারম্যান :

বাংলাদেশ অওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান সংগঠনের প্রধান বলে বিবেচিত হবেন। তিনি গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন, জাতীয় কংগ্রেস, জাতীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, প্রেসিডিয়াম এর সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তার অনুমোদনক্রমে প্রেসিডিয়াম ও সম্পাদকমন্ডলী এবং নির্বাহী সদস্যগণ যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন। দায়িত্ব পালনে উদাসীন ও অবহেলার কারণে চেয়ারম্যান সংগঠনের যে কোনো স্তরের যে কোনো কর্মকর্তা বা সদস্যের নিকট কৈফিয়ত চাইতে পারবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভক্তি দেখা দিলে চেয়ারম্যান গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক রুলিং প্রদান করবেন। এ ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে তিনি ইচ্ছা করলে সাধারণ সম্পাদক অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত গ্রহণ করতে পারেন।

### খ) প্রেসিডিয়াম :

সংগঠনের চেয়ারম্যান, ২৭ (সাতাশ) জন সদস্য এবং সাধারণ সম্পাদক সমন্বয়ে গঠিত ২৯ (উনত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডিয়াম সংগঠনের চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন। প্রেসিডিয়াম প্রতি দুই মাসে অন্তত ঃ একবার সভায় মিলিত হবেন, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে প্রেসিডিয়ামের সভা আহবান করবেন। নিম্নস্তরের কমিটি সমূহের নির্বাচনসহ সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোনো বিরোধ দেখা দেলে তা মীমাংসা জন্য প্রেসিডিয়াম ট্রাইবুনাল হিসেবে কাজ করবে। চেয়ারম্যানের সাময়িক অনুপস্থিতিতে তার মনোনীত এবং তার দ্বারা মনোনয়ন সম্ভব না হলে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হতে ক্রমানুসারে প্রথমজন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। স্থায়ীভাবে চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটি প্রেসিডিয়াম সদস্যগণের মধ্য হতে একজনকে কার্যকরী চেয়ারম্যান হিসেবে বাকি মেয়াদের জন্য নির্বাচিত করবেন। সংগঠনের কোন সদস্য শৃংখলা বিরোধী কর্মকান্ড অথবা নৈতিকতা পরিপন্থি আচরণের জন্য অভিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারপূর্বক স্ব-পদে পুণর্বহাল করতে পারবে।

### গ) সাধারণ সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের কেন্দ্রীয় মুখ্য কর্মসচিব। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সিদ্ধান্ত তিনি সম্পাদকমন্ডলীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন। সম্পাদক মন্ডলী এবং কার্যনির্বাহী সকল সদস্য তাহার নিকট হতে দায়িত্ব বুঝে নিবেন এবং তাহার নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে তিনি কার্যনির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, সভাপতিমন্ডলীর সভা আহবান করবেন এবং স্বীয় দায়িত্ব পালনে চেয়ারম্যানের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। সাধারণ সম্পাদক তাহার কার্যাবলীর জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট জবাবদিহি করবেন। তার সাময়িক অনুপস্িতিতে যুগ্ম সম্পদাকগণ ক্রমানুসারে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। স্থায়ীভাবে পদ শুন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটি যুগ্ম সম্পাদকগণের মধ্য হতে একজনকে বাকি মেয়াদের জন্য কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করবেন। সম্পাদকমন্ডলীর সভায় তিনি সভাপতিত্ব করবেন।

### ঘ) যুগ্ম - সম্পাদক :

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে সার্বিক সহযোগিতাসহ কার্যনির্বাহী কমিটি, চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করবেন। স্বীয় দায়িত্বের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি, চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট জবাবদিহি করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এবং স্থায়ীভাবে সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোনো একজন কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাকী মেয়াদকাল দায়িত্ব পালন করবেন।



### ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক :

সংগঠন বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দেশের সকল অঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলা, পরিচর্যা করা ও সংগঠনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি, চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত এতদংক্রান্ত সকল দায়িত্বসহ অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন, স্ব স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা সম্পর্কে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদককে নিয়মিত অবহিত করবেন, পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং তাদের নিকট জবাবদিহি করবেন।

### চ) প্রচার সম্পাদক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য এবং সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা, প্রচারপত্র সহ সকল ধরনের প্রকাশনা সংগঠনের সকল স্তরে ও প্রয়োজনে সকল স্তরের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন এবং চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত সকল দায়িত্বসহ গঠনতান্ত্রিকভাবে তার ওপর অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ছ) দপ্তর সম্পাদক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সকল সম্পদ, কার্যালয়, শাখা ও কেন্দ্রীয় তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র, সাংগঠনিক দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করবেন। সংগঠনের সকল সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি, চিঠিপত্র প্রস্তুত, প্রেরণ ও সংরক্ষণ করবেন। সংগঠনের প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত ও প্রচার করবেন এবং সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষনসহ অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### জ) গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বলিত পোস্টার, লিফলেট, পুস্তিকা ও প্রচারপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করবেন এবং তিনি অত্যাধুনিক ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে তা যুব সমাজ তথা দেশের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করবেন।

### ঝ) অর্থ সম্পাদক :

সংগঠনের তহবিল পরিচালনা করবেন এবং সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদনক্রমে এই হিসাব ও বাজেট কার্যনির্বাহী কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও জাতীয় কাউন্সিলে পেশ করবেন এবং তার ওপর অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন। সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবেন।

### ঞ) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক :

(অ) দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বালাদেশ আওয়ামী যুবলীগের নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে তা প্রণয়ন করবেন। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকলে চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটিকে অবহিত করবেন এবং তা দুরীকরণে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন।

(আ) সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্ণা করবেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের আদর্শের সাথে সম্পর্কিত এবং নেতা ও কর্মীদের জন্য শিক্ষণীয় পুস্তক সম্বলিত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবেন। সম্ভব হলে নিম্নতর শাখাসমূহে অনুরূপ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন, উদ্বুদ্ধ করবেন এবং অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ট) আইন বিষয়ক সম্পাদক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের নেতা ও কর্মীসহ সমাজের অধিকার বঞ্চিত মানুষকে সংগঠনের পক্ষ থেকে আইন সহায়তা প্রদান আইন বিষয়ক সম্পাদকের প্রধান কাজ। এছাড়াও গণবিরোধী, মানবাধিকার পরিপন্হি যে কোনো পদক্ষেপ বা কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন ও তা বাতিলের লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ঠ) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও বক্তব্য বহির্বিশ্বে তুলে ধরবেন ও প্রচার করবেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন যুব সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলবেন এবং বহির্বিশ্বে সংগঠনের শাখাসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন, কার্যনির্বাহী কমিটিকে ঐ সকল শাখা সমূহ সম্পর্কে অবহিত রাখবেন। এছাড়াও তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ড) ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক :

সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করবেন এবং বাস্তবায়ন করবেন। জাতীয় দুর্যোগসহ অন্যান্য কারণে আর্ত ও বিপন্ন মানুষের সেবায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং তার ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।



### ঢ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক :

বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগকে সম্পৃক্ত করবেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের উন্নয়নে এবং যুব সমাজের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ণ) তথ্য ও যোগযোগ (আইটি) বিষয়ক সম্পাদক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট এবং রাজনীতির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ, দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন ও অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করবেন। একই সাথে জাতীয়ভাবে তথ্য ও যোগযোগ খাতকে এগিয়ে নিতে সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নে সংগঠনের পক্ষ থেকে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগকে সম্পৃক্ত করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটি, সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত দায়িত্বসহ তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ত) সাংস্কৃতিক সম্পাদক :

সমাজের সকল স্তরে অপসংস্কৃতি রোধ করে সুষ্ঠু ধারার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সংগঠনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। জাতীয় ও বিশেষ দিবস সহ সংগঠনের গৃহীত সকল সাংস্কৃতিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সম্ভব হলে সংগঠনের সাংস্কৃতিক শাখা প্রতিষ্ঠা ও পরিচর্যা করবেন। এছাড়াও তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### থ) স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক :

দেশের যুব সমাজকে স্বাস্থ্য সচেতন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সচেতন করার লক্ষ্যে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচী বাস্তাবায়ন করবেন। দেশে একটি স্বাস্থ্য অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যনীতি পর্যালোচনা করবেন এবং খারাপ দিকগুলো পরিহার করার লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবেন। এছাড়াও অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### দ) তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সংগঠন সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ, কেন্দ্রীয় দপ্তরে সরবরাহ এবং সংরক্ষণ করবেন। এছাড়াও, দেশের যুব সমাজের সমস্যা সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং তা সমাধানে সংগঠনের পক্ষ থেকে কী কর্মসূচী নেয়া যায়, সে সম্পর্কিত গবেষণা করবেন এবং কার্যনির্বাহী কমিটিকে সংগৃহীত ও উদ্ভাবিত তথ্য সরবরাহ করবেন। সাথে সাথে তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ধ) জনশক্তি ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক :

বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এই দেশের জনশক্তিকে সম্পদে রূপান্তর করার লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়াও শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবকদের অত্মকর্মসংস্থান এবং সমবায়ের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধকরণে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করবেন এবং তা বাস্তাবায়ন করবেন। সাথে সাথে তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ন) ক্রীড়া সম্পাদক :

দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরী, যুব সমাজের মধ্যে খেলাধুলায় আগ্রহ সৃষ্টি এবং খেলাধুলার মানোন্নয়নে সংগঠনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও টুর্নামেন্ট আয়োজন করবেন এবং তার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### প) পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক :

পরিবেশ দূষণ রোধ করে মানুষের বসবাস উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। এই লক্ষ্যে পরিবেশবাদী সংগঠনসমুহের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাসহ অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### ফ) কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক :

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও সংকট চিহ্নিত করে তা সামাধানে এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারে করণীয় নির্ধারণ এবং এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা তৈরী করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন স্বাপেক্ষে দেশবাসীর সামনে পেশ করবেন। দেশের যুব সমাজকে শিল্প প্রতিষ্ঠাসহ ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করবেন।

### ব) শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক :

বাংলাদশের কৃষি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ফলে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষি ক্ষেত্রে এ অর্জন জনগণের কাছে তুলে ধরতে এবং অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আধুনিক পদ্ধতির কৃষি কাজে সম্পৃক্ত হতে শিক্ষিত যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতে যুবলীগের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।



একক প্রচষ্টায় যা একেবারেই অসম্ভব, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় খুব সহজেই তা অর্জন করা যায়। এই সহজ পদ্ধতিটি ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে যুব সমাজ তথা দেশের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষকে সমবায়ে উদ্বুদ্ধ করতে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

### ভ) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের পক্ষ থেকে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালনের ব্যবস্থা করবেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমুন্নত রাখতে কোন ধর্মালম্বী মানুষের ধর্ম পালনে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যাতে কোনভাবেই বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সংগঠনের পক্ষ থেকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।

### ম) মহিলা সম্পাদক :

মহিলাদের আত্মনির্ভর ও কর্মমুখী করে তোলা, মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ সমাজে মহিলাদের বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধান এবং মহিলাদের অধিকার আদায়ে সংগঠনের গৃহিত কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

### য়) সম্পাদকমন্ডলী :

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি যুগ্মসম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, উপ-সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকগণের সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী বাস্তবায়ন করবে। সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যগণ স্ব স্ব বিভাগীয় দায়িত্বের জন্য সংগঠনের চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যগণ স্ব স্ব বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের জন্য চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন এবং কেন্দ্রীয় সচিবালয় পরিচালনা করবেন। গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও কার্যনির্বাহী কমিটি, চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ ও অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পাদকগণ স্ব স্ব বিভাগের জন্য সময়োপযোগী ও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করবেন।

### র) উপ-সম্পাদক :

স্ব স্ব বিভাগীয় সম্পাদকগণকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন এবং বিভাগীয় সম্পাদকের অনুপস্িতিতে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও সংগঠনের চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী কমিটি কর্ত"ক তাদের ওপর অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

ল) সহ-সম্পাদক :

সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক শাখাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

## ১৩। কেন্দ্রীয় কমিটি :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ১৫১ (একশত একান্ন) জন এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন স্বাপেক্ষে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কর্ত"ক মনোনীত ২০০ (দুইশত) জন সদস্য সমন্বয়ে সর্বমোট ৩৫১ (তিনশত একান্ন) সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হবে। যা বিষয় নির্ধারণী কমিটি হিসেবে বিবেচিত হবে। এই কমিটি বছরে কমপক্ষে ৩ (তিন)টি সভায় মিলিত হয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নির্দেশদান, কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড পর্যালোচনাসহ পরবর্তী কাউন্সিলের অনুমোদন স্বাপেক্ষে দেশের যুব সমাজ তথা জনগণের কল্যাণে এবং সংগঠনের মঙ্গলের জন্য যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। সংগঠনের চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সামগ্রিক কর্মকান্ডের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করবে। কেন্দ্রীয় কমিটির কোনো পদ শুন্য হলে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক তা পূরণ করবেন। সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব বন্টন করবেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ প্রতি মাসে ২০০/- (দুইশত) টাকা হারে মাসিক চাঁদা বাধ্যতামূলকভাবে নিয়মিত পরিশোধ করবেন।

## ১৪। উপ-কমিটি বা সাব কমিটি :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সকল স্তরে সাংগঠনিক প্রয়োজনে অথবা সংগঠনের যে কোনো কার্যক্রম অথবা কর্মসূচী সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে কেন্দ্রে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য স্তরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী অথবা অস্থায়ী উপ-কমিটি বা সাব কমিটি গঠন করতে পারবেন। প্রয়োজন শেষে অথবা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য বিলুপ্ত অথবা পুনর্গঠন করতে পারবেন। কেন্দ্রে একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য অথবা একজন যুগ্ম-সম্পাদক অন্যান্য স্তরে একজন সহ-সভাপতি অথবা একজন যুগ্ম-সম্পাদক এই কমিটির আহ্বায়ক হবেন। কমিটির কর্মপরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় ১ জন যুগ্ম-সম্পাদককে এই কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়কও করা যেতে পারে। বিভাগীয় সম্পাদক হবেন সদস্য সচিব। এই কমিটি সর্বমোট ৫ (পাঁচ), ৭ (সাত), সর্বোচ্চ ৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট হবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সঙ্গে কোন বিষয়ে এই কমিটির বিরোধ দেখা দিলে কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।



## ১৫। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও ত্রিবার্ষিক জাতীয় কংগ্রেস :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সংগঠনের সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ হিসেবে গণ্য হবে। এই পরিষদ প্রতি বছর ১ জানুয়ারি হতে ৩১শে মার্চের মধ্যে একবার সভায় মিলিত হবে। কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকান্ড অনুমোদন, নতুন কর্মসূচী প্রণয়ন, গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রের খসড়া সংশোধনী অনুমোদনসহ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। তবে সংগঠনের কর্মকর্তা নির্বাচন সকল স্তরে ত্রিবার্ষিক সভায় অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় ত্রি-বার্ষিক সভা জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য স্তরে ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন নামে অভিহিত হবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী কাউন্সিলে অনুমোদন নিতে হবে। গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র চূড়ান্ত অনুমোদন করবে ত্রি-বার্ষিক জাতীয় কংগ্রেস।

## ১৬। কাউন্সিলর :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের শাখাসমূহ নিম্নোক্তভাবে ও সংখ্যক কাউন্সিলর নির্বাচিত করবে ঃ

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের শাখা সংগঠনসমূহ মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষর সম্বলিত কাউন্সিলর তালিকা উর্ধ্বতন শাখায় পেশ করবে। তবে আরও কম সময়ের মধ্যে উর্ধ্বতন শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য তারিখ নির্ধারিত থাকলে অবশ্যই সম্মেলনের পূর্বে অধঃস্তন শাখায় কাউন্সিলর নির্বাচন ও নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের তালিকা উর্ধ্বতন শাখায় পেশ করতে হবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড শাখা স্ব-শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণের মধ্য হতে ১০ (দুশ) জন কাউন্সিলর নির্বাচন করবে। এভাবে ৯ (নয়)টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত ৯x১০ = ৯০ (নব্বই) জন + ইউনিয়ন শাখা কার্যনির্বাহী কমিটির ৬১ (একষট্টি) জন = ১৫১ (একশতা একান্ন) জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল গঠিত হবে।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক ইউনিয়ন শাখা কর্তৃক নির্বাচিত স্ব শাখায় সভাপতি ও সম্পাদকসহ ১৫ (পনের) জন করে নির্বাচিত কাউন্সিলর এবং থানার শাখা কার্যনির্বাহী কমিটির ৭১ (একাত্তর) জন সদস্য সমন্বয়ে থানা শাখার কাউন্সিল গঠিত হবে। থানা শাখায় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নির্বাচিত ২৫ (পঁচিশ) জন করে কাউন্সিলর এবং জেলা শাখা কার্যনির্বাহী কমিটির ১০১ (একশত এক) জন সদস্য সমন্বয়ে জেলা কাউন্সিল গঠিত হবে। প্রত্যেক জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নির্বাচিত ২৫ (পঁচিশ) জন কাউন্সিলর এবং ৩৫১ (তিনশত একান্ন) জন কেন্দ্রীয়

কমিটির সদস্য এবং চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত বৈদেশিক শাখা সমূহের প্রতিনিধিসহ ৩২৫ (তিনশত পঁচিশ) জন সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠিত হবে। সংখ্যার হিসেবে দাঁড়ায়: ৭৭টি জেলা শাখা হতে ২৫ জন করে = ১৯২৫ জন + ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরের শাখাদ্বয়ের জন্য অতিরিক্ত ২৫×২=৫০ জন + কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ৩৫১ জন + চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত ৩২৫ জন = ২,৬৫১ (দুই হাজার ছয়শত একান্ন) জন। এক তৃতীয়াংশ কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

মৃত্যু, বহিস্কার অথবা পদত্যাগজনিত কারণে কাউন্সিলর পদ শূন্য হলে নিম্নতম শাখা ৩০ দিনের মধ্যে উর্ধ্বতন শাখাকে অবহিত করবে এবং তার স্থলে নতুন কাউন্সিলর নির্বাচিত করে উর্ধ্বতন শাখায় প্রেরণ করবে।

## ১৬ (ক) অধঃস্তন শাখায় সংগঠনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কাউন্সিলর :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকান্ডে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত রয়েছেন কিন্তু কার্যনির্বাহী কমিটির কোন পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন নাই। এরূপ ব্যক্তিবর্গকে উক্ত শাখার সম্মেলনে অধিকতর সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা সংগঠনের চেয়ারম্যান উপলব্ধি করলে তিনি সম্মেলন অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে নিম্নে উল্লেখিত সর্বোচ্চ সংখ্যক কাউন্সিলর মনোনিত করতে পারবেন।

ক) জেলা শাখার সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট শাখার সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) জন।
খ) উপজেলা শাখার সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট শাখার সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন।
গ) ইউনিয়ন শাখার সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট শাখার সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) জন।

## ১৭। সভাসমূহ, সভার বিজ্ঞপ্তি ও কোরাম :

**ক) কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ঃ** কেন্দ্র থেকে ওয়ার্ড শাখা পর্যন্ত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

**খ) কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ঃ** শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির ৩৫১ (তিনশত একান্ন) জন সদস্য এই সভায় উপস্থিত থাকার আধিকারী হবেন।

**গ) প্রেসিডিয়াম সভা ঃ** শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সমন্বয়ে প্রেসিডিয়াম সভা অনুষ্ঠিত হবে।



**ঘ) সম্পাদক মন্ডলীর সভা ঃ** কেন্দ্র থেকে ওয়ার্ড শাখা পর্যন্ত যুগ্ম-সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, বিভাগীয়-সম্পাদক, উপ-সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকগণের সমন্বয়ে সম্পাদক মন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল স্তরের সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক মন্ডলীর সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

**ঙ) শাখা সমূহের বর্দ্ধিত সভা ঃ** জেলা শাখা থেকে ইউনিয়ন শাখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি এবং পরবর্তী স্তরের সকল শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অথবা আহ্বায়ক ও যুগ্ম-আহ্বায়কগণের সমন্বয়ে সংশ্লিষ্ট শাখার বর্দ্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হবে।

**চ) কেন্দ্রীয় বর্দ্ধিত সভা ঃ** কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্য এবং জেলা শাখা সমূহের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, আহ্বায়ক, যুগ্ম-আহ্বায়কগণের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় বর্দ্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সভা সমূহে সংগঠনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য স্তরে সভাপতিগণ প্রয়োজন মনে করলে সভার আলোচ্য সূচির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত থাকার জন আমন্ত্রণ জানাতে পারেন, তবে আমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোট প্রদান অথবা মতামত প্রকাশ করতে পারবেন না।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাধারণ সভা ৫ (পাঁচ) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে এবং ৫১ (একান্ন) জন সদস্যের উপস্িতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ডাক মারফত সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা যাবে। জরুরী সভা প্রেস বিজ্ঞপ্তি অথবা সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে ১২ (বার) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে। সভাপতিমন্ডলীর সভা ১২ (বার) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে।

সংগঠনের অন্যান্য স্তরের সাধারণ সভা তিন দিনের নোটিশে, জরুরী সভা ১২ (বার) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করা যাবে এবং সাধারণ সভা এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। সকল স্তরের জরুরী সভা এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও জাতীয় কংগ্রেস ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল স্তরের কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য ন্যুনতম ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ৭ (সাত) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। ১২১ (একশত একুশ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সাধারণ সভার কোরাম পূর্ণ হবে।

## ১৮। অব্যাহতি বা পদত্যাগ :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের যে কোন সদস্য স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ও সুনির্দিষ্ট কারণ প্রদর্শন পূর্বক সংগঠনের চেয়ারম্যান অথবা সংশ্লিষ্ট শাখার সভাপতি বরাবর আবেদনের মাধ্যমে তার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি অথবা প্রাথমিক সদস্যপদ হতে পদত্যাগ করতে পারবেন। অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে সকল আবেদন কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম গ্রহণ অথবা নাকচ করতে পারবে। পদত্যাগপত্র প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শাখা কমিটি বিবেচনা পূর্বক মতামতসহ সিদ্ধান্তের জন্য উর্ধ্বতন শাখায় পেশ করবে। উর্দ্ধতন শাখা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে।

## ১৯। সভায় উপস্থিতি :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সকল স্তরে কমিটির কোনো সদস্য স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্বাহ্নে কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে। নিম্নতম শাখায় এরূপ ঘটলে উর্দ্ধতন শাখাকে অবহিত করতে হবে।

## ২০। তহবিল :

সদস্যদের দেয়া চাঁদা, প্রকাশনা বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের তহবিল গঠিত হবে। তহবিলের সকল অর্থ নির্ধারিত প্রাপ্তি রশিদের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। সংগৃহীত তহবিল প্রয়োজনে ব্যাংকে জমা রাখা যেতে পারে। সকল স্তরের অর্থ সম্পাদকগণ তহবিলের হিসাব নিকাশ রক্ষা করবেন। সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক অন্যান্য স্তরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অথবা তাদের মনোনীত কার্যনির্বাহী কমিটির উর্দ্ধতন কোনো কর্মকর্তা এবং অর্থ সম্পাদক যৌথ স্বাক্ষরে আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন করবেন। চেয়ারম্যান, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এই তিনজনের মধ্যে অর্থ সম্পাদক অবশ্যই এবং চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে যে কোনো একজন সহ মোট দুইজনের স্বাক্ষরে অন্যান্য স্তরে শুধুমাত্র চেয়ারম্যানের স্থলে সভাপতি বাকি সকল বিষয়ে একই নিয়মে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

## ২১। কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ও অনুমোদন এবং শূন্য পদ পূরণ :

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ওয়ার্ড শাখা থেকে জেলা শাখা পর্যন্ত সকল স্তরে, উর্ধ্বতন শাখার প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে, সংশ্লিষ্ট শাখার কাউন্সিলরগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। অতঃপর নির্বাচিত দুইজন কর্মকর্তা একমত হয়ে পূর্ণাঙ্গ খসড়া কমিটি গঠনপূর্বক সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের



মধ্যে উর্ধ্বতন শাখার নিকট পেশ করবেন। উর্ধ্বতন শাখা নিম্নতর শাখার বৃহত্তর স্বার্থে কোন পদে পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করলে নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দিতে পারবেন এবং সংশোধনসহ চূড়ান্ত অনুমোদন করবেন। সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক যে কোনো শাখার বৃহত্তর স্বার্থে অথবা সাংগঠনিক প্রয়োজনে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করবেন। অতঃপর নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পূর্ণাঙ্গ খসড়া কমিটি গঠন পূর্বক অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে পেশ করবেন। প্রয়োজনে তারা বিদায়ী চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন।

### প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সমান হলে :

সংগঠনের কোন স্তরে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচনে কোনো পদে দুইজন প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সমান হলে :

ক) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে সমঝোতার আহ্বান জানাতে হবে।

খ) সমঝোতায় ব্যর্থ হলে লটারির মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ) লাটারিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অসম্মতি প্রকাশ করলে নির্বাচনী অধিবেশনের সভাপতি কাস্টিং ভোট প্রয়োগ করে ফলাফল নির্ধারণ করবেন।

### কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন :

সংগঠনের সকল স্তরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় মঞ্জুরি গ্রহণ স্বাপেক্ষে অধস্তন শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি যৌথ স্বাক্ষরে অনুমোদন করবেন।

### শূন্যস্থান পূরণ :

সংগঠনের শাখাসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে স্থায়ীভাবে শূন্যতা সৃষ্টি হলে উর্ধ্বতন শাখা সহ-সভাপতিগণের মধ্য হতে সভাপতি পদ এবং যুগ্ম-সম্পাদকগণের মধ্য হতে সাধারণ সম্পাদক পদ পূরণ করবেন। অন্যান্য পদে শূন্যতা সৃষ্টি হলে গঠনতান্ত্রিকভাবে পরবর্তী যথাযথ পদ থেকে সংশ্লিষ্ট শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাব এবং উর্ধ্বতন শাখার অনুমোদনক্রমে পূরণ করতে হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কোনো পদে স্থায়ীভাবে শূন্যতা সৃষ্টি হলে গঠনতান্ত্রিকভাবে পরবর্তী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদ্বারা সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদনক্রমে তা পূরণ করবেন।

## ২২। দলীয় শৃঙ্খলা :

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কোন স্তরের কোন সদস্য বা কর্মকর্তা যদি সাংগঠনিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী, নৈতিকতা বিরোধী, সমাজ বিরোধী, আর্থিক অনিয়ম বা অন্য কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হন অথবা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পরিমন্ডলে অশালীন, অসৌজন্যমূলক উশৃঙ্খল অথবা অরাজনৈতিক আচরণ করেন অথবা প্রদর্শন করেন তবে তার বিরুদ্ধে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে শাখা সংগঠন সমূহে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পদক এবং শাখা সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কারণ দর্শানোর নোটিশ বা পদ থেকে সাময়িক অব্যাহতি প্রদান অথবা সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত করে অভিযোগের বিবরণ ও অপরাধকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ বিষয়টি কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়ামের নিকট চূড়ান্ত শাস্তির জন্য প্রেরণ করবেন। প্রেসিডিয়াম তদন্ত অথবা ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী সতর্কীকরণ বা হুশিয়ারী, অথবা পদ থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা চূড়ান্ত অব্যাহতি, অথবা সদস্যপদ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বা চূড়ান্তভাবে বাতিল করতে পারবেন। সংগঠন থেকে বহিস্কারের এখতিয়ার প্রেসিডিয়ামের সুপারিশ মোতাবেক সংগঠনের চেয়ারম্যান সংরক্ষণ করেন। আর্থিক অনিয়ম ব্যতীত অন্যান্য অভিযোগে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন শাখার অভিযুক্ত ব্যক্তি জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সংগঠনের চেযারম্যান বরাবর এবং জেলা শাখা ও জেলা শাখার অভিযুক্ত ব্যক্তি সরাসরি চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদনের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার, হ্রাস অথবা পুনরায় কোনো অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত না হওয়ার অঙ্গীকার প্রদানপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা বা আপিল করতে পারবে। আপীল বা ক্ষমা প্রার্থনার সময়সীমা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর সর্বোচ্চ ৩০ দিন।

খ) সংগঠনের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে তাহার প্রাথমিক শাস্তি পদ থেকে অব্যাহতি অথবা সদস্য পদ স্থগিত, ক্ষেত্র বিশেষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা চূড়ান্ত শাস্তি বহিস্কারের ক্ষেত্রে 'ক' অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

গ) সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য স্তরের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত এবং গঠনতন্ত্রে তাহাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা বা গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে যে কোন কর্মকর্তা বা সদস্যকে চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক, অন্যান্য স্তরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথভাবে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী, হুশিয়ারি প্রদান ও সদস্য পদ সাময়িকভাবে



স্থগিত করতে পারবেন। এই ব্যাপারে চূড়ান্ত শাস্তি প্রদান জরুরী মনে হলে 'ক' অনুচ্ছেদে উল্লেখিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের অধঃস্তন কোন শাখায় স্থবিরতা দেখা দিলে, সাংগঠনিক অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে, অথবা শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা অধিকাংশ কর্মকর্তা সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক অপরাধমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হলে অথবা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে থানা শাখা নিজ ক্ষমতা বলে ওয়ার্ড শাখার এবং জেলা শাখার অনুমতিক্রমে ইউনিয়ন শাখার কার্যক্রম সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিত করতে পারবে। জেলা শাখা নিজ ক্ষমতা বলে ইউনিয়ন শাখার এবং কেন্দ্রের অনুমতিক্রমে থানা শাখার কার্যক্রম সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের জন্য স্থগিত করতে পারবে। কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি যে কোন শাখার কার্যক্রম সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাসের জন্য স্থগিত করতে পারবে।

এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা তাদের অপরাধ সম্পর্কে অনুশোচনা প্রকাশ এবং পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলে স্থগিত আদেশ প্রত্যাহার করা যাবে, অন্যথায় গঠনতন্ত্রে ২৩ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট শাখার কমিটি বিলুপ্ত করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে পারবে। এরূপ ক্ষেত্রে বিলুপ্ত কমিটির অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরবর্তী মেয়াদে কোন পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

## ২৩। সাময়িক ব্যবস্থা :

সাংগঠনিক স্থবিরতা ও শৃঙ্খলাা বিরোধী কর্মাকন্ডের কারণে, থানা শাখার অনুমতিক্রমে ইউনিয়ন শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ওয়ার্ড শাখার, জেলা শাখার অনুমতিক্রমে থানা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ইউনিয়ন শাখার, কেন্দ্রের অনুমতিক্রমে জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক থানা শাখার এবং সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোনো শাখার কার্যনির্বাহী কমিটি বিলুপ্ত করে তদস্থলে একজন আহ্বায়ক ও দুইজন যুগ্ম-আহ্বায়কসহ ওয়ার্ড শাখায় ৩১ (একত্রিশ), ইউনিয়ন শাখায় ৪১ (একচল্লিশ), থানা শাখায় ৫১ (একান্ন) এবং জেলা শাখায় ৬১ (একষট্টি) সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করতে পারবেন। উক্ত কমিটির মেয়াদ হবে ৯০ (নব্বই) দিন। বিশেষ অবস্থায় থানা ও জেলা শাখার জন্য এই সময় বর্ধিত করার ক্ষমতা কেবলমাত্র সংগঠনের চেয়ারম্যান ও সাধারণ সম্পাদক সংরক্ষণ করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা কাউন্সিলের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হলে উর্ধ্বতন শাখার সরাসরি তত্ত্বাবধানে, সম্মেলন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

**২৪। গঠনতন্ত্রের সংশোধন, ব্যাখ্যা ও নতুন বিভাগ :**

এই গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা উপধারা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা সংযোজন প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এজেন্ডার মাধ্যমে খসড়া প্রস্তাব অনুমোদন পূর্বক কাউন্সিল অথবা জাতীয় কংগ্রেস এ চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে। নিম্নতর স্তরের জন্য গঠনতন্ত্রে অনুল্লেখিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্তরের বিধান প্রযোজ্য হবে। গঠনতন্ত্রে কোনো বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সংগঠনের চেয়ারম্যান উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, প্রয়োজনে তিনি সভাপতিমন্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

**২৪ (ক) ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক বিভাগ :**

১) ময়মনসিংহ, ২) জামালপুর, ৩) নেত্রকোনা, ৪) কিশোরগঞ্জ, ৫) টাঙ্গাইল, ৬) নরসিংদী, ৭) গাজীপুর, ৮) শেরপুর, ৯) মানিকগঞ্জ, এই ০৯ (নয়)টি সাংগঠনিক জেলার সমন্বয়ে ঢাকা উত্তর সাংগঠনিক বিভাগ গঠিত হবে।

**২৪ (খ) ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক বিভাগ :**

১) ঢাকা জেলা, ২) মুন্সিগঞ্জ, ৩) নারায়ণগঞ্জ, ৪) ফরিদপুর, ৫) রাজবাড়ী, ৬) শরিয়তপুর, ৭) মাদারীপুর এবং ৮) গোপালগঞ্জ এই ০৮ (আট) টি সাংগঠনিক জেলার সমন্বয়ে ঢাকা দক্ষিণ সাংগঠনিক বিভাগ গঠিত হবে।

**২৪ (গ) চট্টগ্রাম উত্তর সাংগঠনিক বিভাগ :**

১) নোয়াখালী, ২) লক্ষ্মীপুর, ৩) ফেনী, ৪) কুমিল্লা (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা, ৫) কুমিল্লা (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলা, ৬) কুমিল্লা (মহানগর) সাংগঠনিক জেলা, ৭) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৮) চাঁদপুর এই ০৮ (আট)টি সাংগঠনিক জেলার সমন্বয়ে চট্টগ্রাম উত্তর সাংগঠনিক বিভাগ গঠিত হবে।

**২৪ (ঘ) চট্টগ্রাম দক্ষিণ সাংগঠনিক বিভাগ :**

১) চট্টগ্রাম (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা, ২) চট্টগ্রাম (দক্ষিণ) সাংগঠনিক জেলা, ৩) চট্টগ্রাম (মহানগর) সাংগঠনিক জেলা, ৪) কক্সবাজার, ৫) খাগড়াছড়ি, ৬) বান্দরবন ও ৭) রাঙ্গামাটি এই ০৭ (সাত)টি সাংগঠনিক জেলার সমন্বয়ে চট্টগ্রাম দক্ষিণ সাংগঠনিক বিভাগ গঠিত হবে।



**২৫। সাধারণ নীতিসমূহ :**

ক) সাংগঠনের সকল স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবশ্যই গঠনতন্ত্র, দলের নীতি আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

খ) সংগঠনের নিম্নতর স্তরের কমিটি উচ্চতর স্তরের কমিটির নির্দেশ মেনে চলবে। সংগঠনের নিম্নতর স্তরের কমিটি উচ্চতর স্তরের কমিটির নিকট নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করবে এবং পরামর্শ ও নির্দেশ গ্রহণ করবে। উচ্চতর স্তরের কমিটি নিয়মিতভাবে নিম্নতর কমিটির সাংগঠনিক কার্যধারা সম্পর্কে অবহিত থাকবে এবং সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে।

গ) সংগঠনের উচ্চতর স্তরের কমিটির যে কোনো সদস্য নিম্নতর স্তরের কমিটির সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু তার কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

ঘ) সকল স্তরের, সকল কমিটির সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কোন সদস্য একই সঙ্গে সংগঠনের একাধিক স্তরে কর্মকর্তা অথবা মূল সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার অন্যান্য সহযোগী সংগঠন সমূহের কোনো স্তরের কর্মকর্তা থাকতে পারবেন না। উপরোক্ত অবস্থায় দুইটি পদ গ্রহণকারী সদস্য যে কোনো একটি পদ হতে ৩০ দিনের মধ্যে অব্যাহতি নিতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় অত্র সংগঠনের পদটি আপনা-আপনি বাতিল বলে গণ্য হবে।

চ) সংগঠনের একই স্তরে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যে কোনো পদে ২ (দুই) বার অথবা উভয় পদে ১ (এক) বার করে মোট ২(দুই) বার দায়িত্ব পালনের পর কোনো ব্যক্তি ৩য় মেয়াদের জন্য ঐ স্তরের কোনো পদে প্রার্থী হতে পারবেন না। তবে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে ২ (দুই) বার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিকে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সংগঠনের চেয়ারম্যান বিশেষ বিবেচনায় তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থী হওয়ার অনুমতি প্রদান করতে পারেন।

**বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ যে দিবসগুলো পালন করবে :**

ক) ১০ই জানুয়ারি ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

খ) ২১শে ফেব্রুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও মহান শহীদ দিবস

গ) ৭ই মার্চ ঃ স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা দিবস

ঘ) ১৭ই মার্চ ঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস

ঙ) ২৬শে মার্চ ঃ মহান স্বাধীনতা দিবস

চ) ১৭ই এপ্রিল ঃ মুজিবনগর দিবস

ছ) ২৭শে এপ্রিল ঃ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মৃত্যু দিবস

জ) ২৮শে এপ্রিল ঃ শহীদ শেখ জামাল এর জন্ম দিবস

ঝ) ১লা মে ঃ মহান মে দিবস

ঞ) ১৭ই মে ঃ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

ট) ৭ই জুন ঃ স্বাধীকার আন্দোলন দিবস

ঠ) ২৩শে জুন ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা দিবস

ড) ৫ই আগষ্ট ঃ শহীদ শেখ কামাল এর জন্ম দিবস

ঢ) ৮ই আগষ্ট ঃ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছার জন্ম দিবস

ণ) ১৫ই আগষ্ট ঃ জাতীয় শোক দিবস

ত) ২১ই আগষ্ট ঃ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার ওপর গ্রেনেড হামলা দিবস

থ) ২৮শে সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার জন্ম দিবস

দ) ১৮ই অক্টোবর ঃ শেখ রাসেলের জন্ম দিবস

ধ) ৩রা নভেম্বর ঃ জেল হত্যা দিবস

ন) ১০ই নভেম্বর ঃ শহীদ নূর হোসেন দিবস

প) ১১ই নভেম্বর ঃ যুবলীগের প্রতিষ্ঠা দিবস

ফ) ৪ঠা ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদ শেখ ফজলুল হক মনির জন্ম দিবস

ব) ৫ই ডিসেম্বর ঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু দিবস

ভ) ১৪ ডিসেম্বর ঃ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

ম) ১৬ই ডিসেম্বর ঃ জাতীয় ও বিজয় দিবস